দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫/৭/৭৯
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রতারণার শিকার ৩২ জন পরীক্ষার্থী

(স্টাফ রিপোর্টার)

মীরপুরস্থ বাদশা ফয়সল গার্লস হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতারণার শিকার হয়েছে এবার স্কুলের ৩২ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী।

স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে অর্থ আদায় করলেও এডমিট কার্ডের অভাবে তারা চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। জানা গেছে এই ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন থেকে একটি বছর বাদ পড়ায় তাদের অনেকেই মুষড়ে পড়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্যে প্রত্যেক ছাত্রীর নিকট থেকে চার শত টাকা এবং প্রত্যেক ছাত্রের নিকট থেকে পাঁচশত টাকা আদায় করেন। পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলে ছাত্র-ছাত্রীরা এডমিট কার্ড দিতে বললে প্রধান

(শেষ পৃষ্ঠা ৫-এর ৩য় কঃ দ্রঃ)

প্রতারণা

(১-এর পৃঃ পর)

শিক্ষক জনাব আলমগীর হোসেন 'আজ না কাল' বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত কাউকেই এডমিট কার্ড দিতে পারেননি। বর্তমানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পলাতক রয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে মীরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এই ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাদশাহ ফয়সাল গার্লস হাই স্কুলের ৭ জন ছাত্রী এবং বাইরের ১৬ জন ছাত্র ও ৯ জন ছাত্রী ছিল।

সময়মত এডমিট কার্ড না পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের সাধারণ সম্পাদক জনাব হাজী হান্নানের বাড়ী ঘেরাও করে। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বাদশাহ ফয়সল গার্লস হাইস্কুল সরকারীভাবে আজও অনুমোদন পায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্য স্কুল থেকে তাদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই বিপুল অংকের টাকা আদায় করেছিল। মীরপুরে তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি দালানে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাদশাহ ফয়সল গার্লস হাই স্কুল, প্রি-ক্যাডেট ইন্সটিটিউট এবং ফাতেমা প্রিপারেটরী নামে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছে ১৯৭৭ সাল থেকে।